বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২২

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীন বাংলার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের জন্য পাট খাতকে সুপরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচি সংশোধিত ম্যানিফেস্টো, ৩য় প্রকাশ ঘোষণায় পাট সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। পাট উপ-শিরোনামের অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছিল “পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করিতে হইবে। সরকারি তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত একটি পাট-ক্রয় ও পাট-রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সংখ্যক শাখার মাধ্যমে পাট সরাসরিভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকিবে না। তবে পাট বিক্রয় ও রপ্তানির মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হইবে উহা পাটচাষীদের কল্যাণে এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের গবেষণায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করিতে হইবে। পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা এতদিন আংশিকভাবে করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। পাট ব্যবসা জাতীয় করণের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সামগ্রিক পরিকল্পনা আবশ্যক। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধন থাকিতে হইবে যাহাতে উহা দেশের সমস্ত পাট ক্রয় করিতে সক্ষম হয়।”

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-ই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান যা ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalization Order, 1972) অনুযায়ী গঠিত হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর : ২০২১-২২

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশিত সংখ্যা : প্রথম প্রকাশ

পৃষ্ঠপোষকতায়
মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন
চেয়ারম্যান, বিজেএমসি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. মোঃ গোলাম কবীর, পরিচালক (গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণ), বিজেএমসি, ঢাকা
মোঃ নাসিমুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাধারণ সেবা), মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তার দায়িত্বে, বিজেএমসি
মোহাম্মদ নাদিরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), জনসংযোগ বিভাগ, বিজেএমসি
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, উপ-ব্যবস্থাপক, এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি

সহযোগিতায়
সকল বিভাগীয় প্রধান, বিজেএমসি
আরজিনা জান্নাত, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ), বিজেএমসি
আব্দুল মান্নান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন-১), বিজেএমসি
মাহফুজুল হাসান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর, জনসংযোগ বিভাগ, বিজেএমসি

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, উপ-ব্যবস্থাপক, এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি

অঙ্গসজ্জায়
মোহাম্মদ নাদিরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), জনসংযোগ বিভাগ, বিজেএমসি

তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন
এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ : ইমপ্রেশন মিডিয়া কমিউনিকেশন
এস ১৫৮-১৫৯, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, কাটাবন রোড, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক পাটখাতে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাত অসামান্য অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)'র মিলসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তে লিজ প্রক্রিয়ায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি জুট মিল (বাংলাদেশ জুট মিলস্ লি., নরসিংদী এবং কেএফডি জুট মিলস্ লি., চট্টগ্রাম, জাতীয় জুটমিল লি., সিরাজগঞ্জ) ভাড়াভিত্তিক ইজারা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আরো কয়েকটি জুটমিল-এর লিজ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমি আশা করি, লিজ প্রদানকৃত মিলসমূহে নতুন করে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

সরকার পাট চাষ নিশ্চিতকরণে বীজ সরবরাহ সঠিক রাখার পাশাপাশি কৃষককে অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করছে। এজন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাটের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাটকলসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাট সংগ্রহ করতে পারছে, যা রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে- কৃষকরাও পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন। পাশাপাশি, পাটখাতের সার্বিক উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে মন্ত্রণালয় এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নানামুখী সহযোগিতা প্রদান করছে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ বান্ধব ও সহজে পচনশীল পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার বহুমুখীকরণ ও উচ্চমূল্য সংযোজিত পাটপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বিশ্বব্যাপি বাজারজাতকরণে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাটখাতের বাজার সম্প্রসারণ, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত আয়ের দেশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে বিজিএমসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

গোলাম দস্তগীর, বীরপ্রতীক, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো বার্ষিক প্রতিবেদন। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্র ও পাট খাতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বস্ত্র ও পাট খাতের সরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ও নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে কার্যক্রম জোরদার করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রচলিত পাটজাত পণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রকল্পের মাধ্যমে 'সোনালী ব্যাগ' এর বাণিজ্যিক ব্যবহারের পথ সুগম করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জাতিসংঘ ২০১৯ সালে 'প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ তন্তু ও টেকসই উন্নয়ন' শিরোনামে পাটসহ প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহার বিষয়ক একটি রেজুলেশন গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে নিকট ভবিষ্যতে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আবশ্যক। এ খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জন্য বিজেএমসির সাংগঠনিক কাঠামোসহ সার্বিক কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বস্ত্র ও মন্ত্রণালয়ের অধীন পাটকলগুলি বেসরকারি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবমুখী কার্যকর উদ্যোগের ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাট আবার বাংলাদেশের ব্রান্ড এ্যামবেসেডরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বিজেএমসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রণয়নে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি বিজেএমসি'র সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

২৬/১০/২০২২
মোঃ আব্দুর রউফ

بسم الله الرحمن الرحيم

অতিরিক্ত সচিব
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

মুখবন্ধ

বিজেএমসিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত সমুদয় কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি, সরকারি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অর্থ ব্যবস্থপনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিভিন্ন পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সম্বলিত তথ্য এ বার্ষিক প্রতিফলিত হয়েছে। তথ্যবহুল এ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্টদের কাজে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাটশিল্প আমাদের মৌলিক শিল্পের মধ্যে অন্যতম। পাট ও পাট শিল্প আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এখনও এককভাবে নীট রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। পাট শিল্পের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি মিলকে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ইজারা প্রদানকৃত ০৩টি মিলের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসি সার্বিক কার্যক্রমে আন্তরিকতার সাথে অবদান রাখছে। পাট পণ্যের বহুমুখীকরণের ফলে পাট হতে পলিথিন অর্থাৎ সোনালি ব্যাগের মত উদ্ভাবনী উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখেছে। বাস্তবমুখী কার্যকরী উদ্যোগের ফলে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাটখাত বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলগুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এ সকল শিল্পের সাথে জড়িত সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ।

এ তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রণয়নে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

২৬।১০।২০২২
মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ঐতিহাসিক পটভূমি, ভিশন, মিশন এবং কার্যাবলী	২
২.	ভবিষৎ পরিকল্পনা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ	৩
৩.	বিজেএমসি'র প্রধান কার্যাবলী, পরিচালনা পর্ষদ, মিল	৩-৪
৪.	জাতীয় দিবস পালন	৪-৯
৫.	মুজিব বর্ষ উদযাপন	৯-১১
৬.	বিভাগীয় কার্যাবলি	১১-২১
৭.	উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	২২-২৫
৮.	লিজ পদ্ধতিতে মিল পুনঃচালুকরণ	২৫
৯.	প্রকল্প	২৬-২৭
১০ .	কোভিড-১৯ মোকাবেলা	২৮
১১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	৩৪
১২.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা	৩০-৩২
১৩.	শুদ্ধাচার চর্চা	২৮-২৯
১৪.	সিটিজেন চার্টার	২৯
১৫.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	৩০
১৬.	তথ্য অধিকার	৩০
১৭.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	৩২-৩৩

ঐতিহাসিক পটভূমি, ভিশন, মিশন এবং কার্যাবলী

পটভূমি

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭/১৯৭২ মূলে ৭৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিল পরিচালন কাজ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮-১৯৮১ সনে আরও ৪টি মিল স্থাপনের মাধ্যমে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় (৭৮+৪)=৮২। “শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন ২০১৮” এর মাধ্যমে বিজেএমসি পুনর্গঠিত হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার আওতায় ৩৫টি মিল সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট শর্তসাপেক্ষে সরকার কর্তৃক হস্তান্তর, ৮টি মিলের পুঁজি প্রত্যাহার করা হয় এবং ৭টি মিল সাবেক প্রাইভেটাইজেশন কমিশন (বর্তমানে বিডা)/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিক্রি করা হয়, ফলে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় [৮২-(৩৫+৮+৭)] = ৩২টি। এর মধ্যে ২০০২ সালে বন্ধ ঘোষিত ২টি মিল (আদমজী জুট মিলস লি. ও এবিসি লি.) সরকারি আদেশে বেপজার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত মিল সমূহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে ২০১৪ হতে ২০১৮ সনের মধ্যে সরকার কর্তৃক ৬টি মিল পুনঃগ্রহণ (Take Back) করে বিজেএমসি'র নিকট ন্যস্ত করা হয়।

সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে সম্পূর্ণরুপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারি সিদ্ধান্তে ১৭টি মিল ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২ দফায় EOI আহ্বান করা হয়। ৩টি মিলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন কার্যক্রম চালু হয়েছে।

বিজেএমসি'র রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vission):

অবকাঠামো ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পাটখাতের উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করে পাটপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- আধুনিকায়ন করা;
- বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিজেএমসিকে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যাবলি

- নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- পাটশিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ;
- পাটশিল্পে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

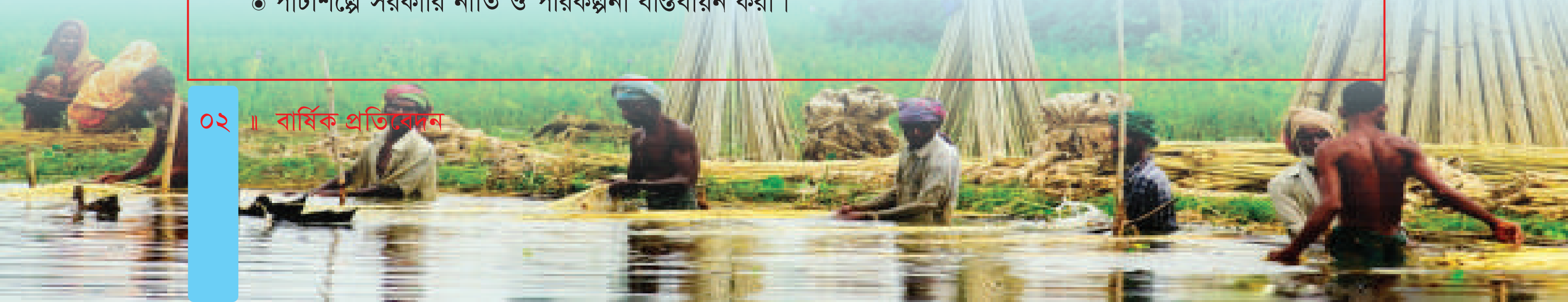

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিজেএমসি'র ভবিষৎ কার্যক্রম হিসেবে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, রুপকল্প-২০৪১, এসডিজি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসহ বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বিজেএমসি'র বন্ধ ঘোষিত সকল মিল পর্যায়ক্রমে লিজ প্রক্রিয়ায় চালু, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মিলসমূহ আধুনিকায়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা, বিজেএমসি'র ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত, পাটপণ্যের বহুমুখীকরণে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, সোনালি ব্যাগের বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু, মিলগুলোর ব্যবহার উপযোগী জমিসহ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। সর্বোপরি বিজেএমসি'কে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

সরকারি বিনিয়োগের পরিবর্তে বেসরকারি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহ চালানোর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলগুলো লিজ প্রক্রিয়ায় চালু করাই বিজেএমসি'র অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। উক্ত চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের পূর্বে উৎপাদন বন্ধকৃত মিলসমূহের অবসায়নকৃত শ্রমিকদের সকল পাওনাদি পরিশোধ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান নিশ্চিত, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিএফ ও গ্রাচুইটির অর্থ পরিশোধ, পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ এবং ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহে বৈদেশিক/দেশীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ, বেসরকারি মিলসমূহের আধুনিকায়নে সরকারি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ, ব্যবহার উপযোগী জমিসহ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বিজেএমসি'র অবসায়নকৃত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদ ও মিল

পরিচালনা পর্ষদ

বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ জন চেয়ারম্যান এবং সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ৫ জন পরিচালক রয়েছে। মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতিটি মিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য সভাপতি, সদস্য হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থায়নকারী ব্যাংক, বিজেএমসি'র আঞ্চলিক সমন্বয়কারী কর্মকর্তা, বিজেএমসি ও সংশ্লিষ্ট মিলের (প্রকল্প প্রধান) দ্বারা গঠিত।

আঞ্চলিক দপ্তর

মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্তে বিজেএমসি'র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এ তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকি ও অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন।

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলের সংখ্যা

মিলের ধরণ

পাটকল/জুট মিল.. ২২টি
নন-জুট মিল.. ৩টি
বন্ধ মিল (মনোয়ার জুট মিলস লি. মামলা জনিত কারণে হস্তান্তর হয়নি) .... ১টি
পুনঃগ্রহণকৃত মিলের সংখ্যা.. ৬টি
মোট মিলের সংখ্যা.. ৩২টি

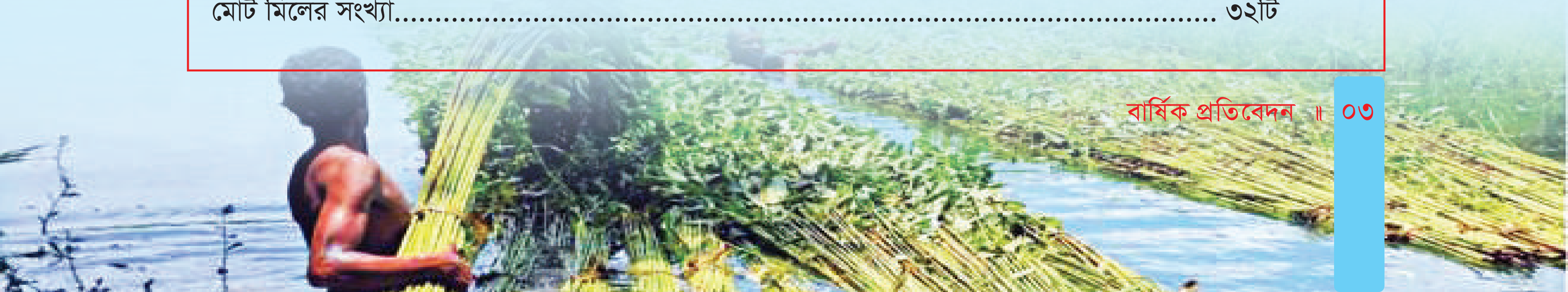

জাতীয় দিবস পালন

জাতীয় শোক দিবসঃ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে '১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিজেএমসি'র পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের বিষয়গুলো উঠে আসে। পরিশেষে শহীদদের আত্মার প্রতি মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

চিত্রঃ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' পালনঃ

চিত্রঃ চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কণিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর শুভ জন্মদিন 'শেখ রাসেল দিবস' উপলক্ষে ১৮/১০/২০২১ তারিখ সকাল ৭.০০ টায় বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করা হয়। বিকাল ৩.০০ টায় যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কেক কাটা হয়। অতঃপর সংস্থার বোর্ড সভাকক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চেয়ারম্যান মহোদয়, পরিচালকবৃন্দ, মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা ও কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ শেখ রাসেল এর স্মৃতিচারণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কণিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বঙ্গবন্ধু ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু রাসেল এর ভুবন ছিল তাঁর পিতা-মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামালকে ঘিরে। তাঁদের সবার ভালোবাসার ধন ছিল ছোট্ট রাসেল।

চিত্র : শেখ রাসেল-এর জন্মদিন উপলক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কেক কাটা অনুষ্ঠানে বিজেএমসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মানবতার ঘৃণ্য শত্রু-খুনি ঘাতক চক্রের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বঙ্গবন্ধুর কণিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নরপিশাচরা নিষ্ঠুরভাবে তাকেও হত্যা করেছিল। শহীদ শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর, তরুণ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে এক ভালবাসার নাম। অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, অধিকারবঞ্চিত শিশুদের আলোকিত জীবন গড়ার প্রতীক হয়ে গ্রাম-গঞ্জ-শহর তথা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদ-লোকালয়ে শেখ রাসেল এক মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। মানবিক চেতনা সম্পন্ন সকল মানুষ শেখ রাসেলের মর্মান্তিক বিয়োগ বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে বাংলার প্রতিটি শিশু-কিশোর তরুণের মুখে হাসি ফোটাতে আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শেখ রাসেলের জন্মদিনে হারিয়ে যাওয়া এই শিশুটির নিষ্পাপ আদর্শ হবে আমাদের অনুপ্রেরণা।

মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন:

চিত্র : জাতীয় পতাকা ও সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

চিত্র: জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম :

(১) মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমূহে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন, প্লে-কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থাসহ শিশুদের চিত্রাংকন/রচনা/ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং মিলসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

(৩) 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রকল্পসমূহের রাস্তাঘাট এবং অফিসসমূহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, প্রতিটি মিলে সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত, বনজ ও ফলজ বৃক্ষ রোপন করা, মিলের অভ্যন্তরে অবস্থিত পুকুর ও জলাশয় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৪) প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহে বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টে শাহাদাতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চারনেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বর্ণিল জীবন উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণিল জীবনের আলোচনায় চেয়ারম্যান (অতিঃদায়িত্ব)
ও শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন :

২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে বিজেএমসি'র মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা মহোদয়ের নেতৃত্বে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

চিত্র: ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুর্ষ্পাঘ্য অর্পণ

জাতীয় পাট দিবস ২০২২ উদযাপন :

পাট দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। দেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় পাট দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পাট দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি, পাট সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, পাটখাতের অংশীজনদের প্রতিনিধিসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ও মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বাংলার পাট ক্রান্তিকাল পেরিয়ে আবারও নতুন সম্ভাবনার মুখ দেখছে। বিশ্ব বাজারে প্রাকৃতিক তন্তু (Natural Fibre) ব্যাপক চাহিদা ও সরকার কর্তৃক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাট হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করেছে। জাতীয় পাট দিবস উদযাপন উপলক্ষে ০৬ই মার্চ ২০২২ তারিখে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-তে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বস্ত্র ও পাট সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সোনালি আঁশের সোনার দেশ পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ"।

চিত্র: জাতীয় পাট দিবস- ২০২২ এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

পাটখাত উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম, পাটবীজ আমদানিতে নির্ভরশীলতা হ্রাস, পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রচলিত ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখা, পাট দিবসের গুরুত্ব ও পাট সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লিখিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা ১১ জনের হাতে পাট দিবসের পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

চিত্র: পাটখাতের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত সেরা ১১ জন।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন:

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

চিত্র : জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম :

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বর্ণিল জীবন উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

উক্ত আলোচনা সভায় চেয়ারম্যান মহোদয়, পরিচালকবৃন্দ, মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাগণ বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে শেষ করে দিতে অপারেশন সার্চলাইট' নামে বর্বর হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। সৈন্যরা নির্বিচারে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক, বেশিরভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বাংলাদেশ আজ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক জীবনমানসম্পন্ন একটি সুখী সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশের এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর মূল লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা।

চিত্র: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া ও মাহফিল

মুজিব বর্ষ উদযাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কেক কেটে শুভ জন্মদিন পালন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ১৮/০৩/২০২২ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে কেক কাটা হয়

১৭ মার্চ, জাতীয় শিশু দিবস। এদিন টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় এক 'খোকা'। পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন এর ঘর আলোকিত করেন তিনি। চার বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয়। সবাই খোকা বলে ডাকলেও তার নানা নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান।

চিত্র: জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিল

বিভাগীয় কার্যাবলি

প্রশাসন ও সাধারণ সেবা :

জনবল কাঠামো :

বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের ১৯৮৪ সালের এনাম কমিটির সেট-আপ ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ২০১৩ সালের সেট-আপের ভিত্তিতে বর্তমান জনবলের পরিসংখ্যান :

ক্যাটাগরি	পদ	সেট-আপ	কর্মরত	শূন্য পদ
কর্মকর্তা ও কর্মচারি	কর্মকর্তা	২,৬৬৪	৯৬২	১,৭০২
	শিক্ষক	৩৪০	৯৮	২৪২
	কর্মচারি	৫,২৮৯	১,৬১১	৩,৬৭৮
	মোট	৮,২৯৩	২,৬৭১	৫,৬২২

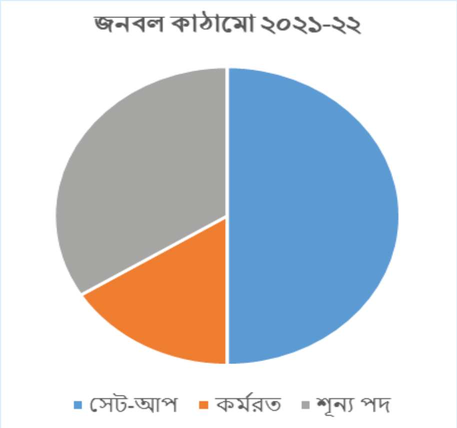

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি :

বিজেএমসিতে সব সময় যে কোন যৌক্তিক অভিযোগ গ্রহণ করে তা নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম আন্তরিকতা ও অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে সমাধান করা হয়ে থাকে। প্রশাসন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত যথাযথ অভিযোগ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ নিজ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা হয়।

বিভাগীয় মামলা :

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৫৩	০১	০৪	০৭	১২	৪১

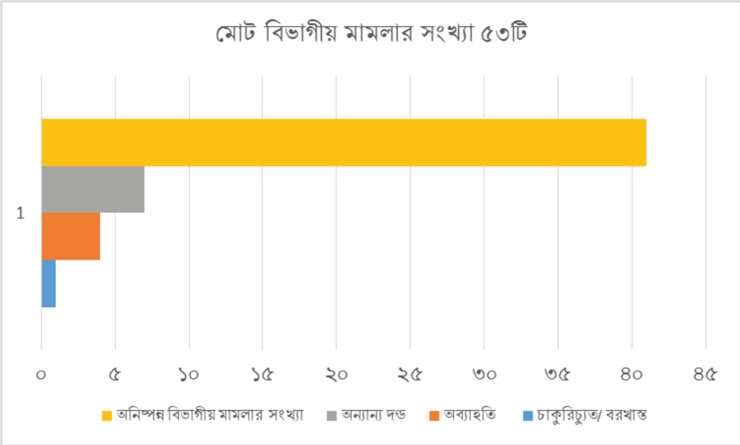

মামলার ধরণ	বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা
		রিট	অন্যান্য			
প্রশাসনিক	৪২	১১	২৬	৭৯	১৭৫	৭৫৬
জমি-জমা সংক্রান্ত	৫	-	১০	১৫	০৭	১৩৬
মোট	৪৭	১১	৩৬	৯৪	১৮২	৮৯২

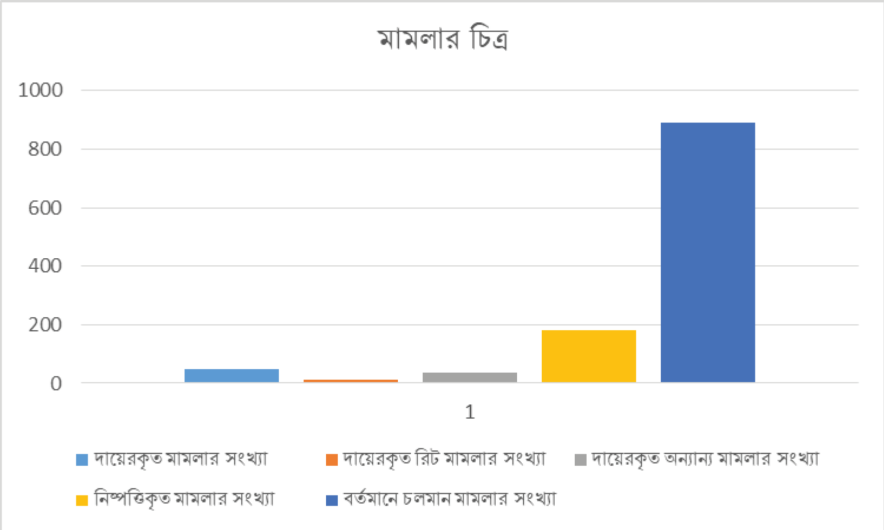

জনসংযোগ বিভাগ :

স্টেকহোল্ডারসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার প্রক্রিয়া হিসেবে বিজেএমসি'র জনসংযোগ বিভাগ প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে ঘণিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে।

কার্যাবলি :

প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের বিভিন্ন ধরনের টেন্ডার, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আইনগত নোটিশ, ক্রোড়পত্র, প্রেস রিলিজ এবং রিজয়েন্ডার নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা জনসংযোগ বিভাগ করে থাকে। এছাড়া -

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি;
- দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশনা সংক্রান্ত;
- মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজ;
- দৈনিক পত্রিকা সংরক্ষণ;
- ডকুমেন্টরি সংক্রান্ত কাজ।

জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রতিবেদন প্রেরণ ১৩টি

জনসংযোগ বিভাগ

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণ ০৯টি

টেন্ডার প্রকাশ ১৭টি (আন্তর্জাতিক ০১টি ও জাতীয় ১৬টি)

চিকিৎসা:

০১. বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও মিলসমূহের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৫,৬৯৭ (পাঁচ হাজার ছয়শত সাতানব্বই) জন কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়।

০২. প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক মিলসমূহে ৮০৮ জনকে কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করানো হয়।

০৩. প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ৭২০ (সাতশত বিশ) জনের রক্তের শর্করা ও রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

০৪. বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ রোগের প্রার্দুভাব ঘটায় বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯ রোগ বিস্তার প্রতিরোধকল্পে স্বাস্থ্যবিধি পালন করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- অফিসে কর্মরত অবস্থায় সঠিক নিয়মে মাস্ক পরা, প্রতিবার ২০ সে. ধরে বার বার হাত ধোয়া, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হাচ্চি কাশির সময় শিষ্টাচার বজায় রাখা, কর্মরত অবস্থায় অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি।

০৫. বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের চিকিৎসক দ্বারা কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয় এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরার্মশ দেয়া হয়।

চিত্র: রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে

পাট বিভাগ :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাটকলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কাঁচা পাটক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে মিলগুলোর বিভিন্ন সময়ের কাঁচা পাট সংক্রান্ত সকল দেনার অধিকাংশ পাট সরবরাহকারীদের পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি দেনা পরিশোধের কার্যক্রম চলমান।

উৎপাদন বিভাগ :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মিলসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে ২২টি জুট মিল ও ৩টি নন-জুট মিলের প্রসেস মালামাল বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়।

বিপণন বিভাগ :

বিপণন ও বিক্রয় বিভাগের কার্যাবলী মূলত অভ্যন্তরীন বিক্রয় ও বৈদেশিক বিক্রয় এ দু'টি উপ-বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে ২২টি জুট মিল ও ৩টি নন-জুট মিলের মজুদ পণ্য অভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যে পরিমাণ মজুদ পণ্য ছিল, তার মধ্যে ২৮৯.৮৬ মে.টন বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১৫৬.৭১ মেঃটন এফজেএফ ও অন্যান্য পণ্য অবশিষ্ট আছে, যা বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন।

রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ :

যান্ত্রিক শাখা :

- প্রধান কার্যালয় হতে প্রদত্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য মিলওয়ারি পরিদর্শন, মিলওয়ারি প্রতিবেদন প্রেরণ এবং মেশিনারিজের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা ।
- মিলের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ পরিস্থিতি (স্থানীয় ও আমদানিকৃত) পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান। অপ্রচলিত, পুরাতন এবং ব্যবহারের অনুপযোগী যন্ত্রপাতি বিক্রয়ে সহায়তা করা।
- ব্যয়বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরি মতামত প্রদান করা।
- মিলগুলোতে গ্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং ও কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং সহ সকল গ্যাস সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

বৈদ্যুতিক শাখা :

- বিধি মোতাবেক মিলসমূহের বিদ্যুৎ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈদ্যুতিক কার্যক্রমসমূহের তদারকি এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় খরচ নিয়ন্ত্রণের দিক নির্দেশনা, বাস্তবায়ন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা সভায় বিদ্যুৎ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও যথারীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিল পরিদর্শন, প্রতিবেদন পেশ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- মিলসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিডিবি, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডেসকোসহ সকল বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।
- মিলের সুইচগিয়ার, ট্র্যান্সফরমার ইত্যাদিতে কোনরূপ গোলযোগ দেখা দিলে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক তা মেরামতের বিষয়ে মিলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ/নির্দেশনা প্রদান করা।
- ব্যয়বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরি মতামত প্রদান করা। মিলওয়ারি মাসিক বিদ্যুৎ বিল ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ পর্যালোচনা করা।
- বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির জটিল ধরনের ত্রুটি দূরীকরণার্থে মিলের প্রকৌশলীদের পরামর্শ প্রদান করা।

পুরকৌশল শাখা :

বিজেএমসি ও এর অধীন মিলগুলোর নতুন অবকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ, ভবন নির্মাণের নকশা, ডিজাইন পরীক্ষাকরণ ও অধিকতর স্বল্পব্যয়ে উপযোগী অবকাঠামো/ভবন নির্মাণে মিলসমূহকে কারিগরি সহায়তা, অনুমোদন ও তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

আরএফকিউ-এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত কাজ :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় অবস্থিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষ সংস্কার;
- পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের অফিস কক্ষের সংস্কার ও মেরামত কাজ;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৭ম তলায় অবস্থিত কনফারেন্স রুমের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ;
- নারায়ণগঞ্জস্থ হাফিজ জুট মিলের নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত ১নং ও ২নং গোডাউন মেরামত কাজ সম্পন্ন।

বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজঃ

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৭ম তলায় ছাদ খোলা রাখার স্বার্থে ছাদের সম্প্রসারিত অংশ অপসারণ করতে বর্তমানে অবস্থিত ছাদ ও ছাদের পানি নিষ্কাশনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সংস্কার কাজ চলমান।
- বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কিশোরগঞ্জের পাট ক্রয় কেন্দ্রের অভ্যন্তরে রাস্তা সংলগ্ন সামনের দিকে ০৬টি সেমিপাকা দোকানঘর নির্মাণ কাজ চলমান।

পরিকল্পনা বিভাগ :

- মিলসমূহে বিভিন্ন প্রকার স্ক্র্যাপ মালামাল বিক্রির টেন্ডারসহ অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়মনীতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
- মিলসমূহে পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (হালনাগাদ সংশোধনী) অনুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং ও নির্দেশনা দেয়া হয়।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়ের জন্য পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে ক্রয় কার্য করা হয়।

ভাণ্ডার ক্রয় :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য Annual Procurement Plan (APP) প্রণয়ন করে বিভিন্ন মালামাল এর ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ :

১) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা :

ক) পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ/আদর্শ মান তৈরি সম্পর্কিত কার্যক্রম :

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর পাট ও বস্ত্র বিভাগীয় মান কমিটির সদস্য হিসেবে মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ৭টি সভায় অংশ গ্রহণ করা হয়। মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক পণ্যের মান সম্পর্কিত নানা তথ্য/উপাত্ত সরবরাহসহ কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে বিভিন্ন বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

খ) পাটপণ্যের সার্ভে কার্যক্রম :

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হতে মিলসমূহে মজুদ অরপ্তানিযোগ্য অডলট পণ্য স্থানীয় বাজারে টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের নিমিত্ত পণ্যসমূহের সঠিক মান যাচাই ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ শাখা হতে সার্ভে কমিটি গঠন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫(পাঁচ) টি মিলের অডলট পণ্য সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং স্থানীয় বাজারে টেন্ডারের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা হয়।

২) গবেষণা শাখা:

গবেষণা শাখার তত্ত্বাবধানে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক ৬২,৭৮,৭৩৬/- (বাষট্টি লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশত ছত্রিশ) টাকার বিভিন্ন প্রকরণের বিজেএমসি'র উৎপাদিত ডাইভারসিফাইড পাটের কাপড় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোগো/ডিজাইন অনুযায়ী পাটের ব্যাগ ও ফোল্ডার বাবদ ৪৩,৭৮,৫০০/= (তেতাল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার পাটচশত) টাকাসহ সর্বমোট ১,০৬,৫৭,২৩৬/- (এক কোটি ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত ছত্রিশ) টাকার ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে তৈরিপূর্বক সরবরাহ করা হয়।

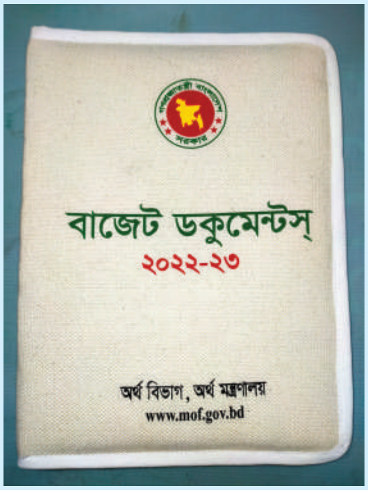

চিত্র : ডাইভারসিফাইড পাটের পণ্য

প্রশিক্ষণ বিভাগ:

বিজেএমসি'র নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও APA সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬৫৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় ৫১৭ জন পুরুষ ও ১৪২ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

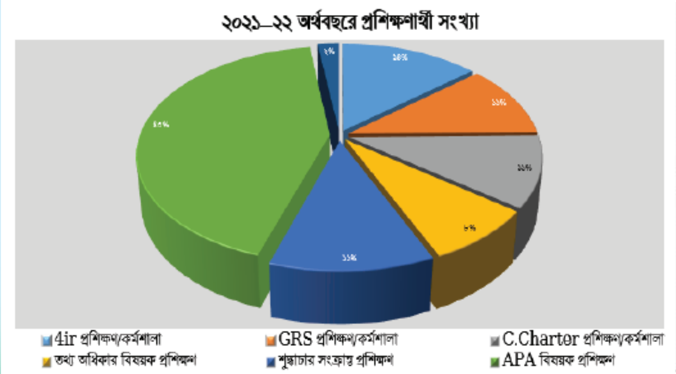

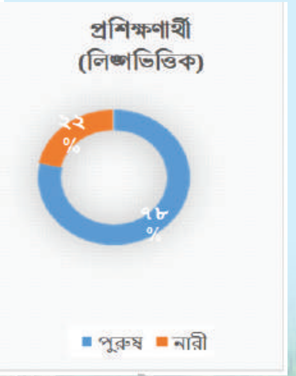

চিত্র: বিজেএমসিতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালাসমূহের বিষয় ও লিঙ্গভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর পরিসংখ্যান

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও ২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি ও দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রণীত বার্ষিক প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুসরণে এডভান্সড কম্পিউটার কোর্স, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি, ফাউন্ডেশন, রিফ্রেশার্স কোর্স, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ নির্দেশিত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচিসমূহের আওতায় বিগত পাঁচ বছরে ৭১৭১ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিককে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

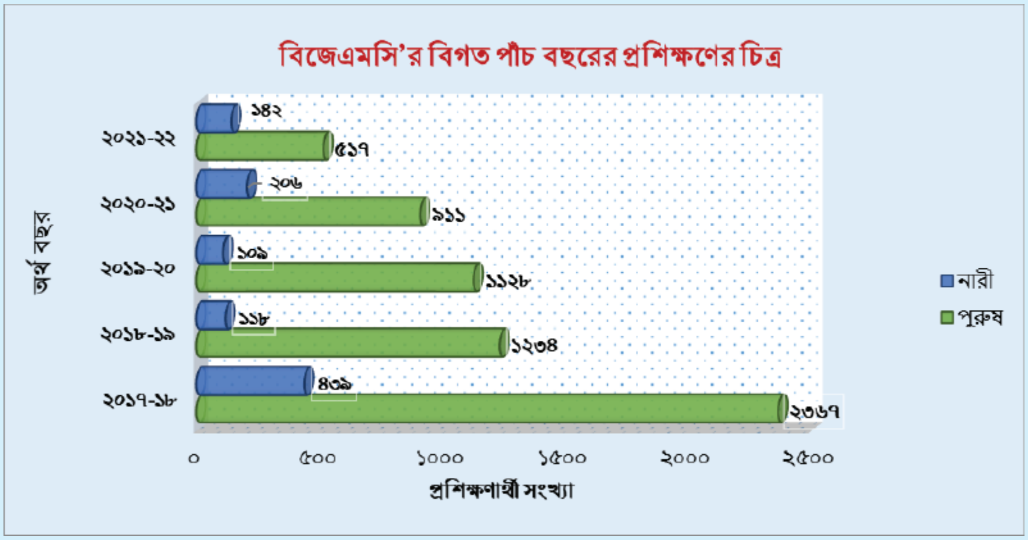

কর্মকর্তাদের এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা :

চিত্র: ৫-১১ গ্রেডের কর্মকতাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: ১২-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অভিযোগ প্রতিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: অভিযোগ প্রতিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুদ্ধাচার ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: শুদ্ধাচার ও তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

হিসাব ও অর্থ বিভাগঃ

আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় গৃহীত সংস্কার কাযর্ক্রম আর্থিক লেনদেন, ক্রয়ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত কাযর্ক্রম গৃহীত হয়েছে-

- পূর্ববর্তী অর্থবছরের হিসাব সংকলন পরবর্তী অর্থবছরের ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- কেবলমাত্র হিসাবের খাতে চেক এর মাধ্যমে সকল লেনদেন সম্পাদন করা হচ্ছে।

বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরের আয় ও ব্যয় বিবরণী (অনিরীক্ষিত):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
	আয়সমূহঃ			
১	স্থানীয় বিক্রয়	৫৭৪৬১.১৭	৯৭২২.০৩	৯১.১১
২	বৈদেশিক বিক্রয়	৩০০৫৬.২২	৩১০১৭.০৮	-
৩	সাবসিডি	৪০৪৮.৫৯	৩৭৪৮.৯৭	-
৪	অ-পরিচালন আয়	৩৩১.২৪	৩৩৯.৬৪	৪৫২.৬৬
৫	**মোট আয়**	**৯১৮৯৭.২২**	**৪৪৮২৭.৭২**	**১৩৬২.৭৭**
	ব্যয়সমূহঃ			
৬	কাঁচা পাটের ব্যবহার	৩২৬৪৮.২৯	-	-
৭	অন্যান্য প্রত্যক্ষ কাটচামাল	৫০৪৯.১৩	০.৭৮	-
৮	মজুরি	৬৩৭৩০.০৮	৬৪০৪.৬১	-
৯	বেতন	১৪৫১৯.৩০	১৪১৭৬.৯৮	১৪০৫০.৮৬
১০	বিদ্যুৎ	৩৯৪৪.৩০	৯৩১.৯১	৫৭৭.৩৭
১১	জ্বালানী	৪৮২.০০	৭৬.৩২	৩৫.৮৪
১২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৬১২.২১	১৬৫.৮৪	১৮৩.১৪
১৩	অবচয়	৫৭৩.৭৫	৫৯৮.১৮	৭৫৫.৫৪
১৪	বীমা	৪৪০.৩০	২১৭.৬৪	১৪২.৫৪
১৫	অন্যান্য কারখানা উপরিব্যয়	৫২১.১৩	৩১৯.০১	৪২০.৮৪
১৬	প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমন্বয়	১৫২৭.০৯	৬৪৩২.৬৫	১০৯৭.১৬
১৭	মজুদ পণ্যের সমন্বয়	২৬৯২২.৯৮	৪২৫৬০.৭৬	৪১৬.৫২
১৮	প্রশাসনিক ব্যয়	৩১৫০.৯৭	২০২৮.৩২	১৯০৭.৩৬
১৯	বিক্রয় ব্যয়	১২৭৩.৭০	১০৬৯.৮৬	১৪৪.৮৪
২০	সুদ ব্যয়	৮০৭৫.৫২	৭১৩৮.০০	৭৬৫৭.৭৯
২১	**মোট ব্যয় (৬...+ ২০)**	**১৬৫৮০১.৪১**	**৮২১২০.৮৬**	**২৭৩৮৯.৮০**
২২	**নিট লাভ/(ক্ষতি) (৫-২১)**	**(৭৩৯০৪.১৯)**	**(৩৭২৯৩.১৪)**	**(২৬০২৭.০৩)**

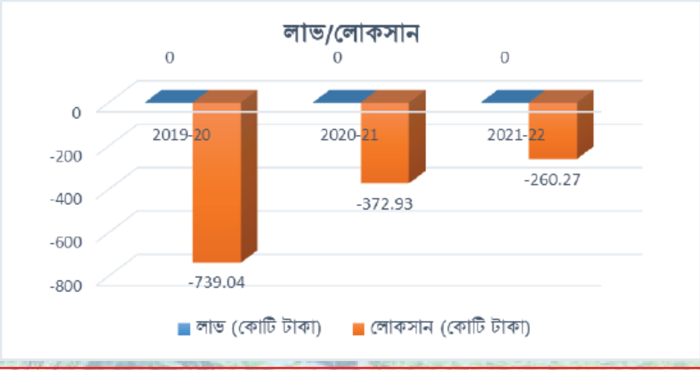

বাণিজ্যিক অডিট আপত্তি :

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	জবাবের সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০৪৪	১০৭৫২.১৮	১৬৩	৪৬৬	১৫৭.৪১	৩৫৭৮	১২৬২২.৯৯

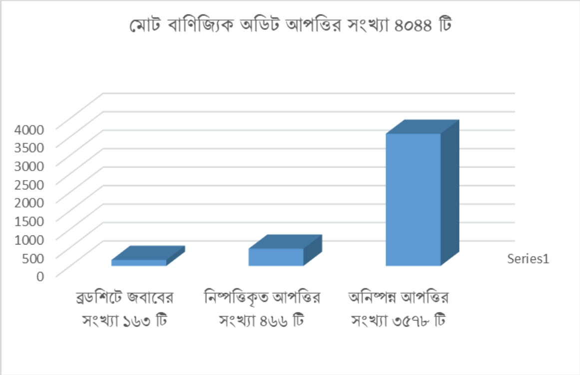

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ :

বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহের সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষা বিভাগের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে ৩টি নিরীক্ষা টিম রয়েছে। নিরীক্ষা টিমগুলি কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সিডিউল অনুযায়ী বিজেএমসি ও সরকারের প্রণীত নীতিমালা ও সার্কুলারের আলোকে মিলসমূহের (ক) বাস্তব প্রতিপাদন (খ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে মিলসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বাস্তব প্রতিপাদন গ্রহণ বন্ধ রয়েছে।

বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা:

নিরীক্ষাকালীন ১ (এক) বৎসর সময়ের নমুনা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পর আপত্তি সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা টিমের প্রধান কর্তৃক মিলের প্রকল্প প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) বরাবর প্রেরণ করেন। নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদনটি যাচাই বাছাই পূর্বক জবাবের জন্য মিলের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরবর্তী নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপত্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত জারিপত্র আকারে সংশ্লিষ্ট মিলকে অবহিত করা হয়। মিল ব্যবস্থাপনা জারিপত্রের সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বাস্তব প্রতিপাদন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মিমাংসিত ও অমিমাংসিত আপত্তি সংখ্যার ছকের নিম্নে উপস্থাপন কর হলো:

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত আপত্তির সংখ্যা	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মিমাংসিত আপত্তি সংখ্যা	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অমিমাংসিত আপত্তি সংখ্যা
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২৬৪৯৭	২৫১৫৮	১৩৩৯
বাস্তব প্রতিপাদন	১১০৯৫	১০০৯৭	৯৯৮
মোট	৩৭৫৯২	৩৫২৫৫	২৩৩৭

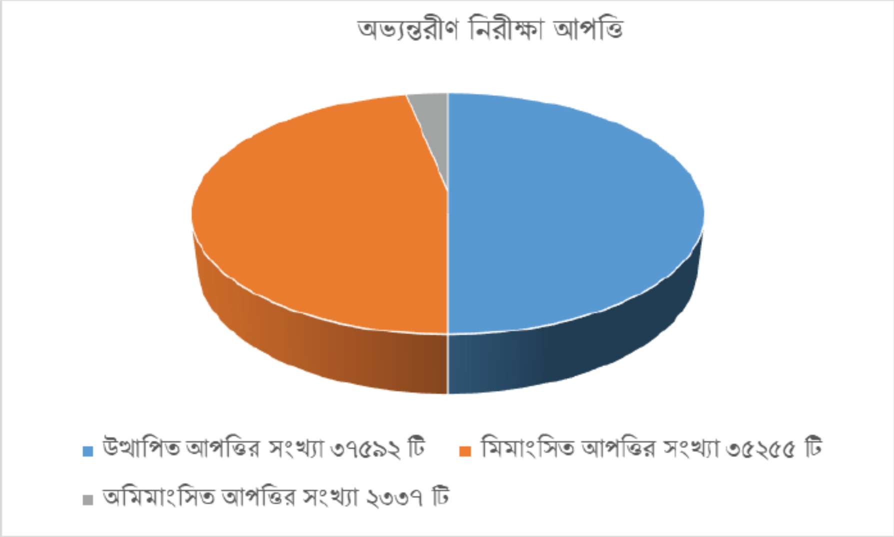

২০২১-২০২২ অর্থবৎসরে কার্যাদি সম্পন্ন :

- **অডিট ফার্ম নিয়োগ:** নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক চূড়ান্ত হিসাব ও ভবিষ্য তহবিল হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য বহিঃনিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তালিকাভূক্ত বহিঃনিরীক্ষক ফার্ম হতে কার্যাদেশ ইস্যু প্রক্রিয়া চলমান।
- **অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান:** ২০২১-২০২২ অর্থবৎসেরর নিরীক্ষা বিভাগ থেকে বিজেএমসি ও মিলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর চূড়ান্ত নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- **যৌথসভা কার্যক্রম:** মিলসমূহের অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম ০২ (দুই) পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাক্রমে ১ম পর্ব ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত এবং ২য় পর্বে ১৯৭১-১৯৭২ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত। ১ম পর্ব ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত যৌথ সভা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্বে ১৯৭১-১৯৭২ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের যৌথ সভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় মিলভিত্তিক অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ, মিল ব্যবস্থাপনার জবাব ও যৌথসভার সুপারিশ সম্বলিত কার্যবিবরণী বই আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এমআইএস ও আইটি বিভাগ:

এমআইএস বিষয়ক কর্মকাণ্ড:

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাসিক পর্যালোচনা সভার জন্য কার্যসম্পাদন বিবরণী (ছক মোতাবেক) যেমন: উৎপাদন পরিমাণ, উৎপাদন ব্যয়, রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য, অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ও মূল্য, মজুত (পাটপণ্য), মানব সম্পদ বিবরণী;
- মিল হতে সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক বিজেএমসি'র মাসিক দেশভিত্তিক রপ্তানি পরিসংখ্যান;
- পরিসংখ্যান ব্যুরোর চাহিত মাসিক তথ্যাদি প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক বহুবিধ প্রতিবেদন/পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ;
- অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাহিদা মোতাবেক অর্থনৈতিক সমীক্ষা (ইংরেজি ও বাংলায়) তথ্যাদি প্রেরণ;
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য (পুস্তিকা আকারে) বিজেএমসি'র তথ্যাদি প্রেরণ।

আইটি বিষয়ক কর্মকাণ্ডঃ

- ১৭০টি কম্পিউটার ও প্রায় ১৬০টি প্রিন্টার রক্ষণাবেক্ষণ (সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারবেজড);
- নেটওয়ার্কিং এর রক্ষণাবেক্ষণ;
- ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;
- বিজেএমসি'র ফেসবুক নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;
- বিজেএমসি'র আইটি বিষয়ক সরঞ্জাম ক্রয়ের টেকনিক্যাল সাপোর্ট।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

পাওনাদি পরিশোধঃ

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অবসানকৃত শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে শ্রমিকদের পাওনা টাকার ৫০% নগদে এবং ৫০% সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। ৫০% নগদ বাবদ ৩০/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৭৩২.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, পরিশোধের হার ৯৭.৮৯%। অবশিষ্ট ৫০% সঞ্চয়পত্র বাবদ ১৭৫২.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত টাকার মধ্যে ৩০/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক ১৫৮২.৮৪ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হয়েছে। সঞ্চয়পত্র ইস্যু হার ৯০.৩২%। NID, ব্যাংক হিসাব, নমিনী ও মামলাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র ইস্যু করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। সকল সমস্যা সমাধানের মাধমে অবশিষ্টদের পাওনা পরিশোধের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া ২১৫৫২ জন বদলি শ্রমিকের পাওনা বাবদ ৩০/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২১০.১২ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, পরিশোধের হার ৯৯.০৮%।

সর্বশেষ ৫৬২৫ জন বদলি শ্রমিকের বকেয়া মজুরি বাবদ ৪৩.৪৬ কোটি টাকা, মামলা প্রত্যাহার জনিতকারণে ১৪২ জন শ্রমিকের ১৩.০৫ কোটি টাকা, মিলসমূহের ০১ থেকে ০৬ সপ্তাহের মজুরি বাবদ ২১.৪৭ কোটি টাকা এবং আলীম জুট মিলের ৬৪ সপ্তাহের বকেয়া মজুরি বাবদ ১৪.৩৯ কোটি টাকাসহ মোট (৪৩.৪৬+১৩.০৫+২১.৪৭+১৪.৩৯)=৯২.৩৭ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। পরিশোধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

লিজ প্রদান :

অন্যান্য কার্যক্রম :

- বিজেএমসি'র অর্থায়নে পরিচালিত ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বিদ্যালয়সমূহ সরকারিকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে।
- ২৫টি মিলের শ্রমিক অবসায়ন পরবর্তী সময়ে মিল ও বিজেএমসি'র অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে অনুসরণীয় কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নীতি নির্ধারণী কমিটি কাজ করছে। এছাড়াও বন্ধপরবর্তী ২৫টি পাটকল ও বিজেএমসি'র সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে পৃথক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১ম EoI সংক্রান্ত :

- সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ম পর্যায়ে ১৭টি মিলের সরকার নির্ধারিত Terms of Reference (TOR) এর আলোকে ২৭.০৪.২০২১ তারিখে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই করতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের আলোকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত ৫টি মিল নামের পাশে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান বরাবর ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ০৩/১১/২০২১ তারিখ NOA জারি করা হয়েছে।

ক্রমিক	মিলের নাম	সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
১	বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী	Bay Footwear Ltd
২	জাতীয় জুট মিলস লিঃ, সিরাজগঞ্জ	J R (Jute Republic) Ltd.
৩	দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, খুলনা	Mimu Jute Mills Ltd.
৪	হাফিজ জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম	Saad Musa Fabrics Limited
৫	কে.এফ.ডি. জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম	Unitex Composite Mills Ltd.

- TOR ও NOA এর শর্ত মোতাবেক NOA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ জুট মিলস লি: এর অনুকূলে JUTE ALLIANCE LIMITED এবং কেএফডি জুট মিলস্ লি: এর অনুকূলে Unitex Composite Mills Ltd. জামানতের টাকা প্রদান করায় গত ০৬-০১-২০২২ তারিখে Unitex Composite Mills Ltd. এর সাথে এবং ১০-০১-২০২২ তারিখে JUTE ALLIANCE LIMITED এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত প্রতিষ্ঠানদুটির নিকট সংশ্লিষ্ট মিলদুটি ইজারা প্রদানের নিমিত্ত TOR এর শর্তানুযায়ী যৌথ ইনভেন্টরি কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তর ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানদুটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র: মিল লিজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

- অপরদিকে NOA প্রাপ্ত অপর ২টি প্রতিষ্ঠান Mimu Jute Mills Ltd. এবং SAAD MUSA FABRICS LIMITED জনামানতের সম্পূর্ণ টাকার বিপরীতে আংশিক টাকা জমা প্রদান করে কয়েক দফা সময় বর্ধিত করে। সর্বশেষ বর্ধিত তারিখে টাকা জমা দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের জারিকৃত NOA বাতিল করা হয়েছে।

- এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় জুট মিলস্ লি. প্রথম ধাপে লিজের সিদ্ধান্ত থাকলেও লিজ গ্রহীতার অপারগতার কারণে মিলটি দ্বিতীয় ধাপে লিজ প্রদান করা হয়েছে।

২য় EoI সংক্রান্ত :

- বিজেএমসি'র বন্ধ ঘোষিত ১৩টি মিল ইজারা (Lease) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিজেএমসি হতে গত ০৭.০২.২০২২ তারিখ 2nd EoI বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনের আলোকে নিম্নোক্ত ৭টি মিল নামের পাশে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান বরাবর ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫/০৬/২০২২ তারিখ NOA জারি করা হয়েছে।

ক্রম	মিলের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	জাতীয় জুট মিল লি., সিরাজগঞ্জ	Rasid Automatic Rice Mills Ltd.
২.	আর আর জুট মিলস লি., চট্টগ্রাম	Interstoff Ltd. (JV)
৩.	এম এম জুট মিলস লি., চট্টগ্রাম	Steel Mark Buildings Ltd.
৪.	গুল আহম্মদ জুট মিলস লি., চট্টগ্রাম	Armada Spinning Mills Ltd.
৫.	জেজেআই লি., যশোর	Finestay Eco Resort & Agro Park Ltd.
৬.	দৌলতপুর জুট মিলস লি., খুলনা	Golden Fiber Australia
৭.	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস লি., খুলনা	Fortune shoes Ltd.

NoA প্রাপ্ত ০৭টি মিলের মধ্যে ক্রমিক নং ০১ বর্ণিত জাতীয় জুট মিল লিজ প্রদানের লক্ষ্যে Rashid Automatic Rice Mills Ltd. এর সাথে ২৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে মিলটি হস্তান্তর করা হয়েছে। লিজ গ্রহীতা কর্তৃক উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ক্রমিক নং ০৩ বর্ণিত এম এম জুট মিল লিজ প্রদানের লক্ষ্যে Steel mark Buildings Ltd এর সাথে ০৬/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। অপর দিকে ক্রমিক নং-৭ এ বর্ণিত প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলের বিপরীতে NoA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান Fortune Shoes Ltd. লিজ মানির ৫০% টাকা জমা দিয়ে অবশিষ্ট ৫০% টাকা জমা প্রদানের জন্য আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করার আবেদন করেছেন। ক্রমিক নং ২ ও ৪ এ বর্ণিত আর আর ও গুল আহম্মদ জুট মিলের বিপরীতে NoA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অপারগতার কারণে এবং তাদের অনুকূলে জারিকৃত ক্রমিক নং ৫ এ বর্ণিত জেজেআই লি. এর বিপরীতে NoA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে লিজ মানির অর্থ জমা প্রদান না করায় এই ০৩টি মিলের বিপরীতে জারিকৃত NoA বাতিল করা হয়েছে। ক্রমিক নং ৬ এ বর্ণিত দৌলতপুর জুট মিলের বিপরীতে NoA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান Security of Lease এর পে-অর্ডার জমা দিলেও তাদের Joint Venture সংক্রান্ত ডকুমেন্ট জটিলতার কারণে পরবর্তীতে পে-অর্ডার ফেরত নিয়েছে।

চিত্র: মিল লিজ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

লিজ পদ্ধতিতে মিল পুনঃচালুকরণ

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী এমপি, (বীর প্রতীক), ১৮ এপ্রিল তারিখে নরসিংদীর পলাশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, নরসিংদীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পলাশ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), বাংলাদেশ জুট মিলের প্রকল্প প্রধান ও জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী এমপি, (বীর প্রতীক), ২৪ মে তারিখে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কেএফডি লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: কেএফডি লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন

সেমিনার

বিজেএমসি'র বন্ধ ঘোষিত ১৩টি মিল ইজারা (Lease) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিজেএমসি হতে গত ০৭.০২.২০২২ তারিখে 2nd EoI বিজ্ঞপ্তি জারির প্রেক্ষিতে Short Listed Bidder-দের নিয়ে ১৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর কনফারেন্স কক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব (বস্ত্র) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি, সভাপতিত্ব করেন বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন। উক্ত সেমিনারে কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্বশরীরে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জুম প্ল্যাটফরমে অংশগ্রহণ করেন। বিজেএমসি'র পক্ষে মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিলের জন্য কি কি কাগজ-পত্র দাখিল করতে হবে, বিজনেস প্ল্যান কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে, চূড়ান্ত প্রস্তাব কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সরকার নির্ধারিত TOR অনুযায়ী বিস্তারিত বিষয়াদি উক্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে অংশ্রগহনকারীগণ বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিলের বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন। সভায় অংশগ্রহণকারীদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় TOR-এর আলোকে সন্তোষজনকভাবে প্রদান করেন।

চিত্র : বিজেএমসি'র পক্ষে কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্র : সেমিনারে অংশ্রগহনকারী প্রতিনিধিগণ

প্রকল্প

(ক) এডিপিভূক্ত প্রকল্পঃ

১। শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল প্রকল্প (মাদারগঞ্জ, জামালপুর)।

(খ) এডিপি বর্হিভূত প্রকল্পঃ

১। পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় তৈরীর পরীক্ষামূলক প্রকল্প (পাইলট);

২। শেখ হাসিনা সোনালি আঁশ ভবন নির্মাণ প্রকল্প;

বি: দ্র: সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ পরবর্তী সরকারি সিদ্ধান্তে উপরোক্ত প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

(গ) পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্পঃ

বিজেএমসি'র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান কর্তৃক ২০১৭ সালে পাটের সেলুলোজ থেকে পচনযোগ্য (Biodegradable) ব্যাগ তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ও তার উপকারিতা উপলব্ধি করে ব্যাগ তৈরি ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে সোনালী ব্যাগ নামে ১০৩৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০৫/২০১৭ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন এক শিফটে ম্যানুয়ালি সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। অটোম্যাটিক ব্যাগ বানানোর মেশিন বাইরের দেশে সন্ধান না পাওয়ায় দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারের মাধমে মেশিন বানানোর কাজ চলমান রয়েছে। অটোম্যাটিক মেশিন সরবরাহের পর দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সোনালী ব্যাগ দ্রুত বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদের প্রকল্প পরিকল্পনা শেষ হলে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পরিবেশ বান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষণার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শত ছিয়া নব্বই দশমিক আট নয়) লক্ষ টাকার সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং ১ম কিস্তির অর্থ খরচ হয়েছে এবং বাকি অর্থ খরচের জন্য টেন্ডারের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৩৪টি দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধুমাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর'২০২২ পর্যন্ত আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(ঘ) পাট হতে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের জন্য অধিকতর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন" শীর্ষক প্রকল্পঃ

ইতোমধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) এর অর্থায়নে লতিফ বাওয়ানি জুট মিলে "পাট হতে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের জন্য অধিকতর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন" শীর্ষক প্রকল্প শুরু হয়।

সোনালি ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির মত না হওয়ায় উৎপাদনের মেশিন তৈরি কিংবা বিদেশ থেকে সরবরাহ করাটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। সোনালি ব্যাগ তৈরির প্রথম লক্ষ্য ছিল দেশীয় প্রযুক্তি ও নিজের মেধায় ফিল্ম কাস্টিং মেশিন তৈরি করা। বিজেএমসির অর্থায়নে সোনালি ব্যাগ প্রকল্পে একটি ৫০ ফিট ও একটি ১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন সফলভাবে উৎপাদনের কাজে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা দিয়ে স্বল্প পরিসরে সোনালি ব্যাগের সিট তৈরি করা হচ্ছে।

চিত্র : ১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন পর্যবেক্ষণ করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়

কোভিড-১৯ মোকাবেলা

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মাস্ক পরার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও খুব প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন অফিস কক্ষে না যাওয়া এবং দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন, এসএমএস বা ই-মেইলের সর্বোচ্চ ব্যবহার;
- অফিস প্রাঙ্গন, আসবাবপত্র ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত যানবাহন প্রতিদিন দুইবার জীবাণুনাশক তরল দিয়ে পরিষ্কার করা;
- টয়লেট ও অফিসসমূহে হ্যান্ডওয়াশের ব্যবহার নিশ্চিত;
- প্রবেশ পথে আগত সকলের ইনফ্রারেড থার্মোমিটর দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ এবং জীবাণুনাশক তরল দিয়ে হাত পরিষ্কার;
- সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য গাইডলাইন অনুসরণ করার জন্য মিলের মসজিদের মাইকে নিয়মিত অনুরোধ করা হয়।

এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান হতে সেবা প্রত্যাশী ব্যক্তিকে মুখে মাস্ক ছাড়া সেবা প্রদান করা হয় নি এবং সভা সমাবেশ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধি বিবেচনা করে অনলাইনে (Zoom Platform) সভা করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন

এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২০২১-২২) :

২৭ জুন ২০২১ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বিজেএমসি'র ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন :

বিজেএমসি'র ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা ৮ ও ২৯ আগস্ট ২০২২ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক (গমানি) ও টিম লিডার, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ) ও ফোকাল পয়েন্ট উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ সময়কালের জন্য সম্পাদিত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২'এর বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বিজেএমসি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ৬৮.৪০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ২৭.৭২ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। বিজেএমসি'র মোট প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.১২। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার মধ্যে বিজেএমসি ৩য় স্থান অর্জন করে।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

বিজেএমসি'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নির্ধারিত ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়। এ বছর বিজেএমসি'র অর্জিত মান ৫০ এর মধ্যে ৫০। ইনোভেশন টিম ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১টি উদ্ভাবনী ধারণা, ১টি সেবা সহজিকরণ, ১টি সেবা ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া ইনোভেশন কমিটির অফিসার জনাব হায়দার জাহান ফারাস, পরিচালক (পরিকল্পনা) এর সভাপতিত্বে ৫টি সভা, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে ৪ টি কর্মশালা, চেয়ারম্যান বিজেএমসি'র সভাপতিত্বে ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা, কক্সবাজার

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা

৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা বিষয়ক কর্মশালা

বিজেএমসি'র উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড :

(১) উদ্ভাবনের নাম- জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:

বিজেএমসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে প্রায় ১ হাজারের উপর মামলা বিভিন্ন আদালতে চলমান আছে। এ সকল মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্যগত সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য "জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার" প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে :

- আদালতের ধরণ অনুসারে মামলার তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ উচ্চ আদালতে এবং নিম্ন আদালাতে অবস্থানরত মামলাসমূহের তথ্য আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যাবে।

- বিভিন্ন আইনজীবী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মামলার তথ্য পাওয়া যাবে।
- কোর্ট অনুসারে মামলার তথ্য পাওয়া যাবে।
- মামলা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কার্যকলাপের নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে।
- আইনজীবী অনুযায়ী মামলার আর্থিক তথ্যাদি এক নজরে পাওয়া যাবে। প্রয়োজন অনুসারে ইনভয়েস বের করা যাবে।
- মামলার পরবর্তী তারিখ আসার পূর্বেই নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে। ফলে মামলার দিন কি কি হলো তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে।
- স্থায়ী ডাটাবেজ প্রস্তুত হয়েছে।

(২) সেবা ডিজিটালাইজেশন- Digitalization of Monthly Mill Accounts Information:

পূর্বের মিলসমূহের ভাউচারসমূহ ম্যানুয়ালি লেজার বুক এ লিপিবদ্ধ করে হিসাব কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপসমূহ অবলম্বন করে মাসিক/বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে হিসাব বিভাগের কস্ট এন্ড বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে পুনরায় পোস্টিং দিয়ে মিলসমূহের পুঞ্জিভূত মাসিক/বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হতো। এ কার্যক্রমকে ম্যানুয়াল হতে ডিজিটালে করার জন্য 'Digitalization of Monthly Mill Accounts Information' নামক সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যার প্রস্তুতের ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

- নতুন সফটওয়্যার-এ ভাউচারসমূহ মিলসমূহ হতে সরাসরি পোস্টিং/এন্ট্রি করা হলে একইসাথে মিলের হিসাব ও মিলসমূহের পুঞ্জিভূত হিসাব তৈরি হবে।
- সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে মিল/মিলসমূহের ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স সিট,ট্রায়েল ব্যালেন্স, ক্যাশফ্লো স্টেটমেন্ট, বিভিন্ন লেজার এবং বিভিন্ন ভাউচার রিপোর্টসমূহ নির্ভুলভাবে তৈরি করা যাবে।
- উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই সকল রিপোর্টসমূহের সফট কপি ও হার্ড কপি খুব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।
- প্রধান কার্যালয় এর বেতন সংক্রান্ত সকল কাজ যেমন: বেতন বিবরণী, কর বিবরণী ও বেতন সংক্রান্ত সকল রিপোর্ট পাওয়া যাবে।
- প্রধান কার্যালয়ের ব্যালেন্স সিট,ট্রায়েল ব্যালেন্স, ক্যাশফ্লো স্টেটমেন্ট (মাসিক, ষাম্মাষিক, বাৎসরিক) সংক্রান্ত যেকোন রিপোর্ট সহজে তৈরি করা যাবে।
- বিল ভাউচারসমূহ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত এবং একইসাথে পোস্টিং হবে।
- পূর্বে বিল, ভাউচারসমূহ হাতে লিখে প্রস্তুত করা হতো এবং চেক বা ক্যাশ তৈরির পর আলাদাভাবে সফটওয়্যারে পোস্টিং বা এন্ট্রি করতে হতো। কম্পিউটারে এন্ট্রির মাধ্যমে নতুন সফটওয়্যারে বিল তৈরি করা হবে। এক্ষেত্রে বিল অটোমেটেড সিস্টেমে ভাউচার প্রিন্ট করবে এবং একইসাথে সিস্টেমে ইনপুট হবে।
- রিপোর্টসমূহ পূর্বে সফট কপি (এক্সেল, পিডিএফ) তৈরি করা বা ই-মেইল করা সম্ভব হতো না, যা বর্তমান সফটওয়্যারে করা যাবে।

(৩) সেবা সহজীকরণ- মৃত্যু বীমা পরিশোধ সংক্রান্ত :

বিজেএমসি-তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মৃত্যু বীমা চালু আছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীর মৃত্যুর পর বীমার টাকা পারিশোধে পূর্বে ৪৬টি ধাপ অতিক্রম করে বীমা দাবী পরিশোধ করা হতো। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ফলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। ইনোভেশন টিমের উদ্যোগে বর্তমানে ৪০টি ধাপ কমিয়ে মাত্র ৬টি ধাপে এবং ৩০ দিনের মধ্যে কার্য সমাধার জন্য গত ০৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে স্মারক নং ২৪.০৪.০০০০.২০৩.৩০.০০৪.১৮.৬৩ এর মাধ্যমে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। ফলে মৃত্যু বীমার টাকা পারিশোধে সময় অনেক কম লাগছে এবং এতে যাতায়াত খরচ কম হবে।

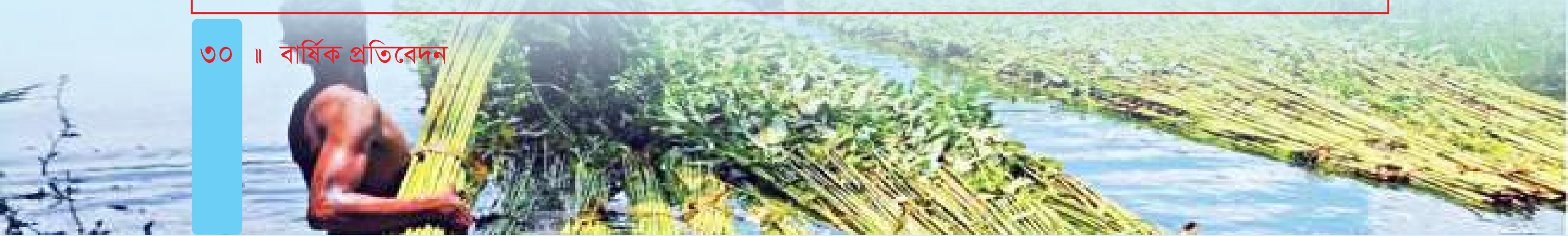

শুদ্ধাচার চর্চা

বিজেএমসি'র সর্বস্তরের কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার চর্চার আচরণগত উৎকর্ষতার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। চেয়ারম্যান মহোদয়কে আহ্বায়ক করে পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিজেএমসি'র নৈতিকতা কমিটি হালনাগাদ করা হয়েছে। এ কমিটি শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়সমূহ মনিটরিং করছে। বিজেএমসিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার ফলশ্রুতিতে সর্বস্তরে শৃঙ্খলা অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নরুপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

- নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক ৪টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।
- অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ২টি সভা করা হয়েছে।
- কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) বিষয়ে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ যথাসময়ে (৩০.০৪.২১ তারিখে) প্রণয়ন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত পরিকল্পনার ৪টি ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- 'শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০২১' এর গাইড লাইন অনুযায়ী বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী; এবং আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের আরসিওগণ/ মিলসমূহের প্রকল্প প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারীসহ মোট ৪জন কর্মচারীকে ১৫.০৪.২০২২ তারিখে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- পিপিএ ২০০৬ এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ২টি গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।
- সময়মতো অফিসে আসা-যাওয়ার বিষয়টি ১০০% মনিটরিং করা হয়েছে।
- দুর্নীতি বিষয়ক লিফলেট প্রণয়ন করে অধীন সকলকে অবহিত করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহের জমির ডাটাবেইজ সংক্রান্ত একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- বিজেএমসি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করাসহ বিজেএমসি'র ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান :

"শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১" এর নির্দেশনা ও ২৬ মে ২০২২ তারিখের ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০৪.১৭.২৬৪ সংখ্যক স্মারকে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে বিজেএমসি'র নিম্মোক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজেএমসি'র কনফারেন্স কক্ষে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মনোনীত নিম্মোক্ত ৪ (জন) জন কর্মকর্তা, কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার দেয়া হয়।

১। জনাব আব্দুল মান্নান, ব্যস্থাপক (প্রশাসন-১), বিজেএমসি, ঢাকা।

২। জনাব মোঃ নুরুল আলম ভুঁইয়া, ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ও প্রকল্প প্রধান, কে.এফ.ডি জুট মিলস্ লিঃ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

৩। জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ, সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভান্ডার), বিজেএমসি, ঢাকা।

৪। জনাব মোঃ মোসলেম মিয়া, অফিস সহায়ক, পরিচালক (গমানি) দপ্তর, বিজেএমসি, ঢাকা।

চিত্র : শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

সিটিজেন চার্টার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এপিএ এর অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ায় আরও গুরুত্বের সাথে বিজেএমসি-তে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করা হচ্ছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সরকার নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক বিজেএমসি'র সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন/ হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে করে সেবা গ্রহীতাগণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে বিজেএমসি'র সেবা পাচ্ছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক ৫টি সভার আয়োজন করা হয়েছে ও উক্ত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ১০০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪বার হালনাগাদ করা হয়েছে ও বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এপিএ এর অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ায় আরও গুরুত্বের সাথে বিজেএমসিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ওয়েবসাইট (নির্ধারিত অনলাইন প্ল্যাটফরম) এর পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এতে করে সেবা গ্রহীতাগণ কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহের প্রতিকার অতি দ্রুত ও স্পষ্টভাবে নিষ্পত্তি হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তা সংক্রান্ত আদেশ সময় সময় সংশোধন করা হয়ে থাকে ও সংশোধিত আদেশ ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করে অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয় এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ১২টি মাসিক প্রতিবেদন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করতঃ পরিবীক্ষিত ৪টি প্রতিবেদন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রতিবারই বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এপিএ এর অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ায় আরও গুরুত্বের সাথে বিজেএমসিতে তা প্রতিপালন করা হচ্ছে। এতে করে বিজেএমসি'র সেবা গ্রহীতাগণ তথ্যের ক্যাটাগরি ও তাদের প্রত্যেকের তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- স্বপ্রণোদিতভাবে বিজেএমসি'র প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে বিজেএমসি'র বিদ্যমন সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ ও সেবা প্রদানের পদ্ধতি সম্বলিত ভিন্ন ৩ (তিন)টি ক্যাটাগরিতে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন তালিকা/ ক্যাটালগ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

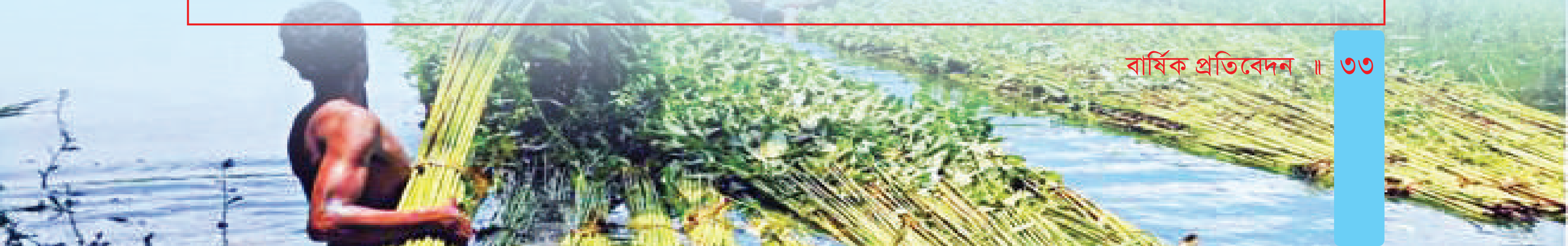

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭টি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে-৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১২ ও ১৭। সহযোগী/কো-লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে এসব লক্ষ্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিজেএমসি কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :

- বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতির কারণে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এর তালিকা হতে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে শামিল হয়েছে। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ (LDC) হিসাবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সকল শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করত সে সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এক্ষেত্রে রপ্তানি বিঘ্নিত না হওয়ার জন্য ট্রেডিশনাল পাটপণ্যের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করতে হবে। কারণ ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ১২২টি বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এর মাধ্যমে রপ্তানি শুল্ক রহিত করা হলেও পাটপণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ জন্য সরকার সাময়িকভাবে মিলসমূহের উৎপাদান বন্ধ করে এবং লীজ পদ্ধতির মাধ্যমে পাটপণ্য ও বহুমুখী পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা করেছে।
- বিজেএমসি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৫৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিজেএমসি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনে এনএসডিএ এর সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র বর্তমান নিয়মনীতি জেন্ডার সমতাভিত্তিক। বেতন ও অনান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিভাজন করা হয় না। মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীরাও বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান ভূমিকা রাখে। মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন ধরণের যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে এমন কোন তথ্য নেই। বিজেএমসি'র জেন্ডার রেসপনসিভ ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধার্থে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র প্রতিটি ভবনে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা আছে। বিজেএমসি'র মিলসমূহে কোন ডাইং কার্যক্রম না থাকায় অপরিশোধিত পানি নিস্কাশন করা হয় না।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং সকল মিলে মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশেন-এর এসডিজি ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত বিজেএমসি'র কর্মকর্তাদের সাথে এসডিজি বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা গত ১৩/০৪/২০২২ তারিখে বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক বিজেএমসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, এসডিজি এর লক্ষ ও অর্জন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

চিত্র : এসডিজি বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা

শ্রমিকদের অধিকার এবং কল্যাণই
আমাদের অগ্রাধিকার

Web: www.bjmc.gov.bd
E-mail: bjmc.bd@gmail.com
Pabx: 9558182-6, 9558192-6
Fax: 880-2-567508, 9564740